সমকাল

23 JAN 2017

ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ

বন্ধ হলো ময়মনসিংহের অন্বেষা স্কুল

■ ময়মনসিংহ ব্যুরো

অনুমোদন না থাকা, পাকিস্তানি পতাকা সংবলিত মনোগ্রাম ব্যবহারসহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে ময়মনসিংহের নতুন বাজার এলাকায় অবস্থিত অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। গতকাল রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে জেলা প্রশাসন এক চিঠিতে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের নির্দেশ দেয়। দুপুরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি এবং সার্বিক) মুহাম্মদ আবদুল লতিফ নোটিশটি প্রতিষ্ঠানের গেটে টানিয়ে দেন।

স্কুল বন্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটির সামনে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ভিড় করেন। এ সময় তারা জাতীয় পতাকা হাতে উল্লাস এবং স্কুলটি বন্ধের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা স্কুলের উপাধ্যক্ষ নিলুফার ইয়াসমিনসহ শিক্ষকদের হাতে তুলে দেন। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্র জানায়, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের জমিতে তার মেয়ে নাসরিন মোনায়েম ১৯৯৬ সালে অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্লে গ্রুপ থেকে ও-লেভেল পর্যন্ত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ব্রিটিশ কাউন্সিলের অনুমোদন থাকলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমোদন তাদের ছিল না। এ ছাড়া স্কুলের নম্বরপত্র, সার্টিফিকেট ও দাপ্তরিক নোটিশে মোনায়েম খানকে 'শহীদ' বলেও উল্লেখ করা হয়। স্কুলের সব প্যাড ও সনদপত্রে প্রতিষ্ঠানের নামের নিচেই উল্লেখ রয়েছে, 'ডেডিকেটেড টু দ্য মেমোরি

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

বন্ধ হলো

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

অব শহীদ গভর্নর আবুল মোনেম খান' এইচপিকে (হিলালি অব পাকিস্তান)। মনোগ্রামেও রয়েছে চাঁদতারা খচিত পাকিস্তানি পতাকার চিহ্ন। এ নিয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় খবর প্রকাশ হলে প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়।

সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বিতরণ করা লিফলেটেও মোনায়েম খানকে 'শহীদ' আখ্যা দেওয়া হয়। এতে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। পরে সাবেক ছাত্রনেতারা স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের দাবি জানিয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দেন। জেলা প্রশাসক ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি পাঠান। তদন্ত শেষে ১৬ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব স্বাক্ষরিত জেলা প্রশাসক বরাবর এক চিঠিতে স্কুলটি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে বন্ধের ঘোষণায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে স্কুলটিতে ২৫৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত আরও ১৭৯ জন নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে উপাধ্যক্ষ নিলুফার ইয়াসমিনসহ শিক্ষকরা জানান, নিয়মনীতি মেনে স্কুলটি চালু রাখার অনুমতি দিলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। তা না হলে অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিপাকে পড়বেন। তাই স্কুলটি চালু রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন তারা।